মুখরা তসলিমা, সস্তা হুমায়ুন?

শুজা রশীদ

এটা সেটা করতে করতেই প্রতিদিন মাঝরাত পেরিয়ে যায়। তারপরেই যা একটু কাজের কাজ করা হয়। চারদিকের সুমসাম নিঃশান্ততায় লেখালেখি থেকে শুরু করে অন্যান্য মননশীল কাজগুলো করা যায়। প্রতিদিনের মত মাঝরাতের পর বসেছি আমার স্টাডিতে, গৃহিনী তার সেলাই মেশিনের পেছন থেকে হাক দিলেন, "শুনেছো শারমিন কি বলেছে?"

উঠতে হোল, অনিচ্ছাস্বত্বেও। শারমিন হোল সমাজসেবিকা। এই শহরের সবার নাড়ী নক্ষত্রের খবর তার জানা। তার সাথে ঘনিষ্ঠতা না থাকলে অনেক মুখরোচক খবর থেকে আমরা চিরতরে বঞ্চিত হতাম। হাতের কাজ টাজ ফেলে সেলাই মেশিনের পাশে গিয়ে জুটলাম। "নতুন কিছু হয়েছে নাকি?"

"ও কোথায় পড়েছে তসলিমা নাসরিন নাকি হুমায়ুন আহমেদ কে ভীষন এক হাত নিয়েছেন।"

"হ্যা। আমাদের সময়ে একটা লেখা এসেছিলো। বলা যায় হুমায়ুনকে তিনি মরনোত্তর অর্ঘ দিয়েছেন। কিন্তু এই খবর তো সবাই জানে। শারমিনের কাছ থেকে আমি আরোও নতুন কিছু আশা করেছিলাম। এতো টিন এজ ছেলেমেয়ে সবার। কেউ কোন উলটা পাল্টা কিছু করছে না? পরকীয়া প্রেম ট্রেম নিয়েও তো অনেক দিন কোন স্ক্যান্ডাল হচ্ছে না। ইদানিং ওর ধারটা মনে হয় কমে যাচ্ছে। যদিও অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে তারপরও একটু পাঁচালি না করলে কি সমাজ চলে।"

গৃহিনী শারমিনের বিশেষ ভক্ত। আমার মত দুমুখো ভক্তি নয়। তিনি এইসব বাকা কথার ধার দিয়েও গেলেন না। সেলাই মেশিনে দুইটা ঘুরান দিয়ে বল্লেন, "সবার নামে এমন পচা পচা কথা বলে বেড়ানোর দরকারটা কি?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? শারমিনকে জিজ্ঞেস কর।"

"আরে, তসলিমার কথা বলছি। চারদিক থেকে এতো তাড়া খেয়েও কেন এই ভদ্রমহিলার শিক্ষা হচ্ছে না? বেচারা মারা গেছেন তার নামে এখন এই সব কথাবার্তা বলার কি প্রয়োজন?"

"তোমার তো তাতে খুশী হবার কথা। তুমি তো ভদ্রলোককে দেখতেই পারতে না।"

"কিসের মধ্যে কি টেনে আনছো? তিনি না হয় শাওনের সাথে জড়িয়ে পড়ে একটা ভুল করেছিলেন কিন্তু তাই বলে এমন আজে বাজে কথা বলতে হবে? ছিঃ ছিঃ। নিজের জীবনটা এভাবেই নষ্ট করলেন ভদ্রমহিলা। প্রথমে ইসলামের পেছনে লাগলেন, তার পর পুরুষের পেছনে, তারপর বিখ্যাত লেখকদের পেছনে, এখন বেচারী হুমায়ুন আহমেদের পেছনে...নিজেকে কি ভাবেন তিনি?"

গৃহিনীর আক্ষেপের কারনটা এবার পরিষ্কার হল। ধর্মীর চেতনায় বিশেষভাবে উদবুদ্ধ বিধায় তসলিমার ইসলাম সম্পর্কিত লেখালেখি এবং মতামতের তিনি যে বিশেষ অনুরক্ত নন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আমি খুবই সতর্কতার সাথে শব্দ চয়ন করে বললাম, "তিনি কিন্তু সব কথাবার্তা একেবারে অযৌক্তিক বলেন না।"

সাথে সাথে ঝাঝিয়ে উঠলেন গৃহিনী," তাতো বলবেই। নামাজ কালামের নাম নেই, অবিশ্বাসীর সাথে জোট পাকানোর চেষ্টা করছো।"

আমি দ্রুত চারদিকে তাকাই। দেয়ালেরও কান আছে। উপামহাদেশীয় দোর্দন্ড প্রতাপ মুসলিম শক্তি তসলিমার পলায়নে মনক্ষুন্ন হয়ে নতুন কোন মোক্ষম শীকার না পেয়ে এই হতভাগার পেছনে এসে লেগে যায় কিনা সেই ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি। যে দেশের অধিকাংশ মানুষই সুযোগসন্ধানী এবং অসৎ, সেই দেশে একটি তথ্যভিত্তিক লেখা লিখবার জন্য কেউ যে এমন ভয়াবহ পরিণতির শীকার হতে পারেন এবং নিজ ভুমিতে পদার্পন করবার অধিকার হারাতে পারেন, ভাবাই যায় না। ধর্মীয় চেতনায় উদবুদ্ধ মানুষেরা কিভাবে ধর্মের নামে, আল্লাহর নামে অন্য একজন মানুষের মৃত্যু পরওয়ানা জারি করতে পারে আমার মাথায় তা প্রবেশ করে না। তাকে এবং তার প্রেরিত ধর্মকে অবমাননা করবার জন্য কাউকে শাস্তি যদি দিতেই হয় সেটা স্রষ্টার নিজেরই দেবার কথা, ধর্মান্ধ মানুষের সাহায্যের তার প্রয়োজন হবার কোন কারন দেখি না।

বললাম, "তিনি তো ইসলামে মেয়েদের ভুমিকা এবং সামাজিক অবস্থান নিয়েই প্রধানত লেখেন। তোমার কি মনে হয় তার কোন দরকার নেই?"

"তিনি যেভাবে লিখছেন সেভাবে লিখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সব মেয়ারাই অনীহা নিয়ে ধর্মীয় বিধি নিষেধ পালন করেন না। অনেকেই স্বেচ্ছায় পালন করেন এবং ইসলামের নানান অনুশাষনকে তাদের নিজ জীবনের অংশ করে তোলেন। তাদের বিশ্বাসে আঘাত করে তাদেরকে সাহায্য করবার চেষ্টা করাটা কখনই সাফল্য পাবে না। "

"তুমি কি বলতে চাইছো তিনি ব্যতিক্রমধর্মী কোন উদ্যোগ নিলে তার প্রয়াস আরোও সফল হত?"

"হয়তো। সব ধর্মেই নানা ধরনের ভুয়ামি আছে, মিথ্যাচারীতা আছে। কত সহস্র হাদিস আছে যা ভুল প্রমানিত হয়েছে। সুতরাং সবারই দৃষ্টিভঙ্গী উন্মুক্ত রাখা উচিত। কিন্তু কেউ যদি অসম্মানজনক কথাবার্তা বলেন তাতে ভালোর চেয়ে মন্দই তো বেশী হয়। বিশেষ করে যার নিজের চরিত্রেরই কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ধর্মভীরু না হলে যে সামাজিকভাবে পরিচ্ছন্ন এবং বিনীত জীবন যাপন করা যাবে না এমন তো কোন কথা নেই।"

"কিন্তু ভালোবাসায় বার বার ধাক্কা খেয়েছেন বলেই না..."

"আমার মনে হয় তার চরিত্রদোষ আছে। ঠিক কথাও তার মুখে মানায় না, এটাই হয়েছে সমস্যা।"

“রোখো, রোখো। তুমি কি বলছো তিনি নিজে যদি আরো সংযত জীবন যাপন করতেন তাহলে তার মতামতের মুল্য মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে বেশী হতো? এ ব্যপারে আমি একমত হতে পারছি না। যে অন্ধ তার কাছে কালোও যা ধলাও তাই। জন্মাবধি যে ধর্ম শিক্ষা আমারা পেয়েছি তার ভেতরে যে ভুল থাকতে পারে, মিথ্যে থাকতে পারে, সেই ব্যাপারে যে কোন ধরনের পর্যবেক্ষনের কিংবা বিশ্লেষনের কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্খাই তো কারো নেই। শিক্ষিত সমাজের কাছে আমরা আশা করি তারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সব কিছু বিচার করবেন, কিন্তু আদতে ঠিক তার উল্টো হচ্ছে। তারা দু চোখ বন্ধ করে উগ্রপন্থীদের হাতের ক্রীড়ানক হয়ে গেছেন। তাসলিমা যদি অস্থির এবং অধৈর্য হয়ে কিছু কঠিন কথা বলেই থাকেন তাতে কি তার দোষ দেয়া যায়?”

“যায়। সে হচ্ছে মুখরা। কোন কিছু সুন্দর করে, বুঝে শুনে বলার ক্ষমতা তার নেই। মন্দ কথাও যুক্তি দিয়ে পরিবেশন করা যায়। তাতে মন্দ ভালো হয় না কিন্তু নিদেনপক্ষে তার প্রকোপটা অনেক কমে যায়, সহনীয় হয়। হুমায়ুন কে নিয়ে তার এমন বিরুপ লেখাই তো জ্বলন্ত উদাহরন। হুমায়ুন আহমেদ যদি ভালো কিছুই না লিখে থাকেন তাহলে এতো কোটি কোটি মানুষ তাকে কেন পছন্দ করে? তার লেখায় কিছু ভালো তো আছে, নাকি? তার ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে অনেকেই ক্ষুব্ধ কিন্তু তাই বলে তাসলিমার তাকে ছোট করে এমন প্রতিবেদন লেখাটা মোটেই ঠিক হয়নি।“

“অর্থাৎ তুমি বলছো হুমায়ুন সস্তা লেখক নন?”

“অবশ্যই না। মানুষের যে লেখা পড়তে ভালো লাগে, যে নাটক দেখতে ভালো লাগে সেসব কোন সস্তা হবে?”

বিতর্কের অবকাশ আছে কিন্তু কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। লেখা তো পাঠকদের এবং দর্শকদের জন্যেই। হুমায়ুন আহমেদ যে সব লেখাই শুধু মানুষের মন আকুলি বিকুলি করবার জন্য লিখেছিলেন তা মোটেই সত্য নয়। তার অনেক নাটকেই বাংলাদেশের সাধারন মানুষদের সামনে কৌতুকের ভেতর দিয়ে মজ্জাগত কিছু কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামী তুলে ধরবার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা ছিলো । ভাষার কারুকার্য এবং কাহিনীর কাঠামোতে কাঠিন্য দিয়ে সাধারন একটা তথ্যকে জটিল না করে সহজ ভাবে উপস্থাপন করবার অর্থ এই নয় যে তার সাহিত্য গত মূল্য কমে যায়। তসলীমার এই অকারন আক্রমনের অর্থ পরিষ্কার হয় না কিন্তু ধরে নেই খুব সম্ভবত এটাই তার স্বভাব। সব কিছুতেই হয়তো আলোড়ন সৃষ্টি করবার একটা বাতিক তার আছে। আমার গৃহিনীর সাথে আমাকে একমত হয়ে বলতেই হবে যে সেই পন্থা খুব একটা কার্যকরি হচ্ছে না। সারা পৃথিবীর নানা দেশ এবং সংস্থা তার কর্মের স্বীকৃতি দিলেও নিজ ভুমিতেই তার পদাধিকার নেই। ভাবার বিষয়।

গৃহিনী সেলাই মেশিনে আরোও কয়েক ঘুর্নন দিয়ে আগের কথার জের টেনে বললেন, “আমার পরিচিত অধিকাংশ মেয়েরাইতো তাকে দেখতে পারে না। তিনি হুমায়ুনকে নিয়ে খারাপ কথা বলবার সাহস দেখান, তার নিজের কি অবস্থা?”

“তোমার কি মনে হয় তিনি যদি সত্যি সত্যিই হুমায়ুনের মত বয়েসে অনেক ছোট কাউকে বিয়ে করতেন তাহলে বাংলাদেশে তোলপাড় উঠতো? সুবর্না করেছেন কিন্তু তিনি এবং তাসলিমা এক নৌকার যাত্রি নন।“

“মোটেই না। তার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। একটু জোরে কথা বলতে বললে তিনি হুঙ্কার দেয়া শুরু করেন। ইসলাম ধর্মের বিরোধীতা করে এমন উদ্ভট কথাবার্তা বলার তো কোন দরকার নেই। আমাদের প্রিয় নবীর নামেই তো তিনি কত কথা বলেছেন। তাকে তো মানুষ তাড়া করবেই।“

বুঝলাম আমার ধর্মভীরু পত্নি তাসলিমার উপর নানা কারনে যথেষ্ট ক্ষীপ্ত। একেই বলে নসীব। যাদেরকে এই ধর্মীয় অভিশাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য নিজ জীবনের একটা বৃহত্তর অংশ পরবাসে কাটালেন তারাই তাকে বৃদ্ধাঙ্গুশটি দেখায়। গৃহিনীর সাথে ধর্মীয় আলাপে আমাকেও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আর দশটা অপরাধ সহ্য করলেও তার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের মন্তব্য তার অন্তরে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই জীবনের পরে কোন এক রহস্যময় পরকালে এক মহাশক্তির কাছে তার সকল কর্মের যে ব্যাখ্যা তাকে দিতে হবে সেই ভয়েই তিনি অসম্ভব ভীত। অন্য কোন চিন্তা ভাবনা করবার মন বাঞ্ছনা তার নেই। ব্যাপারটা আমাকে মাঝে মাঝে ভাবিত করে তোলে। বাবা মায়ের কাছ থেকে সন্তানেরা ধর্মীয় শিক্ষা পাচ্ছে। বংশ পরম্পরায় যদি এভাবে চলতে থাকে সেটা কি এক অর্থে মগজ ধোলাই নয়? একজন শিশুকে যদি পরিনত হয়ে নিজ জ্ঞান এবং বুদ্ধি দিয়ে তার বিশ্বাসকে গড়বার সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে যে পুত্তলিকা পুজারীরা সতীদাহ (বিধবা দাহ) করবার যে সামাজিক প্রথা সহস্র বছর ধরে ভারতবর্ষে বাচিয়ে রেখেছিলো তাদের সাথে আমাদের কি পার্থক্য? এটাই কি তাসলীমা বলবার চেষ্টা করছেন? তার কথায় ধার বেশী, অনেক ক্ষেত্রেই মননশীলতা কম, কৌশলের অভাব।

গৃহিনীকে বল্লাম, “তার লেখা পড়তে চাও?”

“না। পড়বার কিছু নেই। পড়লে গুনাহ হতে পারে।“ সোজা সাপ্টা উত্তর।

মনে মনে হাসি। মানুষ বড় না গুনাহ বড়, বধু? আমাদের এই অসংখ্য মানুষের জগতে অল্প কিছু মানুষ সংকীর্ণতার গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে, সকল অনুশাসনকে অবজ্ঞা করে তার পরিচিত সমাজকে নতুন কোন দিকে নির্দেশনা করতে চান। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর – শুনতে ভালো লাগে কিন্তু বাস্তবে তার কোন অর্থ নেই। প্রতিদিন কত নিরীহ মানুষ – ধর্মভীরু নর-নারী এবং নিষ্পাপ শিশুরা নৃশংসভাবে খুন হয়, হত্যাযজ্ঞের পর হত্যাযজ্ঞ পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়, তার পরও আমাদের কেউ কেউ যখন ধৃষ্টতা ভরে ভাবতে পারেন যে স্রষ্টা তাদেরকে পুরষ্কৃত করছেন তখন মনে মানুষের বিজ্ঞতা আর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসীর এতো ভালোবাসা অথচ তার সৃষ্টির প্রতি শুধু অবজ্ঞা আর বীতশ্রদ্ধা!

গৃহিনীকে সেলাই কর্মে ব্যাস্ত হয়ে যেতে দেখে নিজ কর্মে ফিরে আসি। এই আলাপটুকুর প্রয়োজন ছিলো। তসলীমা অসাধারন কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তার হৃদয়ে যে উষ্মা এবং তেজ আছে তার উত্তাপ হয়তো তাকে এগিয়ে যাবার শক্তি যোগাচ্ছে, কিন্তু একই সাথে তিনি ভুলে যাচ্ছেন আমারা সবাই কোন না কোন যুদ্ধে জড়িয়ে আছি। নিজ দুর্বলতা এবং সহজবোধ্যতার গন্ডীর ভেতরে থেকেও হুমায়ুন যেমন মহা মুল্যবান সব উপহার দিয়ে গেছেন তার প্রিয় দেশের জনতাকে, সেই উদ্যোগকে হেয় করে, অনীহা

দেখিয়ে, প্রশ্ন করে আমাদের কারোরই পাবার কিছু নেই। হয়তো এবার সময় এসেছে তাসলীমার নিজের নতুন করে নিজ পরিস্থিতিকে বিচার করার এবং তার যুদ্ধের রুপ এবং আকার পরিবর্তন করার। শুধু সময় সব কিছু পালটে দেয় না। পাল্টানোর মত শক্তি চাই, কৌশল চাই। শুধু ক্ষোভ, উত্তাপ আর জ্বালাময়ী কথা নয় সৌহার্দ, সহিষ্ণুতা এবং ভালোবাসা দিয়েও হয়তো কিছু যুদ্ধ জয় করা যায়।